গোস্বামী গোলোকচাঁদের মানবলীলা সম্বরণ

বারশ' চুরাশী সালে ফাল্গুনের শেষে।
শ্রীহরি দেহ ছাড়ি গুরুচাঁদে প্রবেশে।।
গোস্বামী গোলোকচন্দ্র না কহিল কথা।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেহে 'জন্মে এক ব্যথা।।
যখনে গৌরাঙ্গ প্রভু লীলা সম্বরিল।
বহিরঙ্গ ভক্ত কাঁদি আকুল হইল।।
সনাতন স্তব্ধ রহে নাহি বলে কথা।
সকলে শুনিয়া বলে 'আশ্চর্য্য বারতা।।
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁর।
তাঁর চোখে নাহি কেন বেদনার ধার?
ইতিউতি মনে ভাবি সবে উচাটন।
মনে ভাবে নিশ্চয়ই আছে কি কারণ।।'
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে সবে গোস্বামী উপর।
এবে শুন যে ঘটনা ঘটে অতঃপর।।
একদা মধ্যাহ্ন বেলা বসি বৃক্ষতলে।
একমনে সনাতন লীলাগীতি খুলে।।
আপনা ভুলিয়া করে লীলাগীতি পাঠ।
বায়ুর হিল্লোলে পত্র পড়িল হঠাৎ।।
গোস্বামীর দেহ পরে পত্র যদি পড়ে।
দপকরি অগ্নিজ্বলি পত্রদগ্ধ করে।।
প্রভুর বিরহ অগ্নি জ্বলে যে ভীষণ।
নীরবে পোহায় অগ্নি সাধু সনাতন।।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হেঁট মুণ্ডে রয়।
সনাতন গোস্বামীর পরিচয় পায়।।
তেমতি বিরহ ব্যথা গোলোকের বুকে।
পাখী ছাড়া খাঁচা যথা পিছে পড়ে থাকে।।
দুরন্ত বেদনা পেটে গোটা হ'ল চাকা।
ভাই বন্ধু ডেকে বলে "যায়না আর থাকা।।
মন-প্রাণ-বন্ধু-হরি কোথা গেছে চলে।
আমিও প্রভুর কাছে যাব কুতূহলে।।
জ্বলন্ত-পাবক-সম যে দেহ জ্বালিত।
বেদনার প্রকোপেতে ক্রমেতে পোষিত।।
পাগলের পেটে হল দুরন্ত বেদনা।
সময় সময় হ'ত একান্ত যাতনা।।
ফুকুরা নিবাসী শ্রীঈশ্বর অধিকারী।
পাগলের যাওয়া আসা ছিল সেই বাড়ী।।
চৈত্রমাসে সে বাড়ীতে গোস্বামী আসিয়া।।
অধিকারী মহাশয় সঙ্গেতে মিলিয়া।।
সেইদিন অধিকারী বাটীতে ছিলেন।
উভয় মিলিয়া নদীকূলে আসিলেন।।
মধুমতী নদীকূলে ঘাট একখান।
পাগল করিত এসে সেই ঘাটে স্নান।।
অধিকারী মহাশয় মাতিলেন মতে।
বড় আর্ত্তি হ'ল আর পাগলের সাথে।।
মতুয়া হইয়া গেল বলে হরিবোল।
নিজ পরিবারসহ মাতিল সকল।।
পূর্ব্বাপর বংশ তাঁর সকল মহৎ।
ওড়াকান্দী মুখ হ'য়ে করে দণ্ডবৎ।।
তাহার রমণী পাগলেরে বড় মানে।
অভিযুক্ত চিত্তসদা প্রাণতুল্য জানে।।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র শ্রীরাইচরণ।
জ্যেষ্ঠাকন্যা দেবরাণী শ্যামলাবরণ।।
পুত্রকন্যা পরিবার সবে পুলকিত।
হরি হরি বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত।
দিবানিশি প্রেমোন্মত্ত বলে হরিবোল।
পাগলের জন্যে যেন হইল পাগল।।
পাগলে দেখিলে গললগ্নী-কৃতবাসে।
হরিবলে নাচে-গায় পরম হরিষে।।
একদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে পাগল।
নদীকূলে ঘাটে বসে বলে হরিবোল।।